গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নংঃ অম/অসবি/জারাবো/জনসংযোগ-২০১৫/৩ তারিখঃ ০৩/১২/২০১৫

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বক্তব্য

গত ৩০ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত "বদলী-পদোন্নতিতে অনিয়ম, আয়কর প্রশাসনে ক্ষোভ অসন্তোষ" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বক্তব্য নিম্নরূপ:

- প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সঠিক তথ্য নির্ভর নয়। সংবাদের একাংশে বলা হয়েছে, আয়কর বিভাগের উপ-কর কমিশনার, যুগ্ম কর কমিশনার ও অতিরিক্ত কর কমিশনার পর্যায়ের ৫৫ জন কর্মকর্তার বদলী/পদোন্নতির আদেশ জারী করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এনবিআর চেয়ারম্যান প্রচলিত নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই এই আদেশ জারী করেছেন। প্রকৃত তথ্য এই যে, মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী আয়কর কর্মকর্তাদের বদলী করা হয়েছে এবং এটি একটি রুটিন কাজ।

- বিগত ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর দ্বিতীয় সচিব (কর প্রশাসন-১) স্বাক্ষরিত ৫টি পদোন্নতি ও বদলী আদেশের মধ্যে দু'টি আদেশ উপ কর কমিশনারদের পদোন্নতি ও বদলী এবং দু'টি আদেশ যুগ্ম কর কমিশনারদের পদোন্নতি ও বদলী এবং ১টি আদেশ একজন অতিরিক্ত কর কমিশনার এর পদোন্নতি ও পদায়ন সংক্রান্ত। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচ্য প্রতিবেদনটি প্রধানত যুগ্ম কর কমিশনারদের আদেশ দু'টির সাথে সম্পৃক্ত।

- যুগ্ম কর কমিশনারদের পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত আদেশ দু'টির একটি আদেশ (নথি নং-০৮.০১.০০০০.০১৯.১৯.১২.০০৪.০৫/৫৩) প্রধানত বিসিএস (কর) ক্যাডারের ২১তম ব্যাচের উপ কর কমিশনার হতে সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত ০৯ জন কর্মকর্তার পদায়ন সংক্রান্ত এবং অপর আদেশটি (নথি নং-০৮.০১.০০০০.০১৯.১৯.১২.০০৪.০৫/৫২) প্রধানত বিসিএস (কর) ক্যাডারের ১৭, ১৮ ও ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের পদায়ন সংক্রান্ত। জারিকৃত পদোন্নতি ও বদলীর আদেশসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব (কর প্রশাসন-১) কর্তৃক স্বাক্ষরিত। অতএব যুগান্তর পত্রিকার প্রতিবেদনে 'আলোচ্য আদেশসমূহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে জারি হয়েছে' মর্মে প্রদত্ত বক্তব্য মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

- আলোচ্য বদলী আদেশের ক্ষেত্রে কর প্রশাসনের সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে এবং পদোন্নতি ও বদলীতে রাজনৈতিক তদবির ও বড় অংকের অর্থ লেনদেন হয়েছে মর্মে দাবী করা হয়, যা সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর এবং চরম মিথ্যাচার। অতএব যুগান্তর পত্রিকার উপর্যুক্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

- পত্রিকায় দাবী করা হয় যে, 'কর বিভাগের দীর্ঘ ঐতিহ্য ভেঙ্গে এবং জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের পদোন্নতির আদেশ দেয়া হয়', যা সঠিক নয়। রেকর্ড পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিসিএস (কর) ক্যাডারের ২১তম ব্যাচের সকল কর্মকর্তাকে বিবেচনায় নেয়া হয় এবং মেধাক্রম অনুসারেই পদোন্নতি দেয়া হয়।

- যুগান্তর পত্রিকাটি দাবী করেছে, 'আদেশ অনুযায়ী উপ কর কমিশনার থেকে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া মো. মনিরুজ্জামানকে যুগ্ম কর কমিশনার পদে বর্তমান কর্মস্থল কর অঞ্চল-৮, ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-১, পরিদর্শী রেঞ্জ-৪ এ পদায়ন করা হয়েছে। একইভাবে কর অঞ্চল -১ থেকে পদোন্নতি পাওয়া মো. জেহাদ উদ্দিনকে যুগ্ম কর কমিশনার পদে কর অঞ্চল-৫ এর পরিদর্শী রেঞ্জ-৪ এ পদায়ন করা হয়েছে। এই দুটি পদ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একই আদেশে অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও দক্ষ কর্মকর্তা শেখ শামীম বুলবুলকে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকা থেকে যুগ্ম কর কমিশনার পদে পদোন্নতি দিয়ে এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করে ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহ কর অঞ্চলের রেঞ্জ ৪ এ বদলি করার পাশাপাশি আরেকটি দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর অঞ্চল ১২ এর মোঃ রওশন আক্তারকে উপ কর কমিশনার থেকে যুগ্ম কর কমিশনার পদে পদোন্নতি দেয়া হলেও এ কর্মকর্তাকে রংপুর কর অঞ্চলের রেঞ্জ ৩ এ পদায়ন করা হয়।.. অথচ শেখ শামীম বুলবুল ও মোঃ রওশন আক্তারের ঢাকার বাইরে বদলির পরিবর্তে পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কোনো কর অঞ্চলে দায়িত্ব পাওয়ার কথা।' এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হল, পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য মানদন্ড বিবেচনায় প্রথম জন জনাব মোঃ মনিরুজ্জামানকে কর অঞ্চল ১, ঢাকায় এবং দ্বিতীয় জন জনাব মোঃ জেহাদ উদ্দিন-কে কর অঞ্চ ৫, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে। দু'জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রীধারী এবং বার কাউন্সিল থেকে এডভোকেট সনদপ্রাপ্ত। শিক্ষা বোর্ডে প্রথম স্থান অর্জনকারী মো. জেহাদ উদ্দিন কেবল রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমেই নয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর মেলাসহ অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকান্ডেও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে আসছেন। পদায়নের ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই বোর্ড এসকল বিষয় বিবেচনায় রাখে।

- পদায়ন ও বদলী সম্পর্কিত যুগান্তরের বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন হলুদ সাংবাদিকতার পরিচায়ক যা একটি বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ হাসিলের জন্য করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যোগদান করার পর থেকে 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা' নীতি অনুসরণপূর্বক দুর্নীতি, হয়রানিমুক্ত কর-বান্ধব, ব্যবসা-বান্ধব এবং জনকল্যাণমূখী একটি 'পূর্ণাঙ্গ রাজস্ব বোর্ড' তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তিনি সকল প্রকার হয়রানি, দুর্নীতি ও অসদাচারণের বিষয়ে "জিরো টলারেন্স" নীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করার জন্য একটি কুচক্রী মহল বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে এবং উদ্দেশ্যেমূলকভাবে রিপোর্টটি করানো হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় মাঝে-মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্যমূলক এবং ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশিত করা হয়ে থাকে যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এ ধরণের দায়িত্বহীন কর্মকান্ড হতে বিরত থেকে জাতীয় রাজস্ব আহরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্যে যুগান্তর পত্রিকার প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুরোধ জ্ঞাপন করছে।

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপরোক্ত বক্তব্য আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করছি।

০৬/১২/২০২২ইং

(সৈয়দ এ, মু' মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপক,
বার্তা সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড)
বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।